

অর্জন করেছে। তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হওয়ায় তাদের ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে পারছে।

● ১২.২.২. ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন (Trade Union Movement of India) : শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য গঠিত শ্রমিকদের একটি স্থায়ী ও স্বৈচ্ছামূলক সংগঠন হল শ্রমিক সংঘ (Trade Union)। শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য ও কাজ বিভিন্ন ধরনের মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের প্রসার অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress : AITUC) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর ভারতে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে শ্রমিক সংঘের প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে যে সমস্ত সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংঘ দেখা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (i) ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (Indian National Trade Union Congress : INTUC), (ii) সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (All India Trade Union Congress : AITUC), (iii) হিন্দু মজদুর সভা (Hind Mozdoor Sabha : HMS), (iv) সম্মিলিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস (United Trade Union Congress : UTUC), (v) সেন্টার অব ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন (Centre of Indian Trade Union : CITU), (vi) ভারতীয় মজদুর সংঘ (Bharatiya Mazdoor Sangha : BMS)।

❖ ১২.২.২.১. ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য (Features of Trade Union Movement in India) : ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচনার জন্য ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সাফল্য বা শক্তি এবং ব্যর্থতা বা ত্রুটি উভয় দিকই আলোচনা করতে হয়। প্রথমে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সাফল্য বা শক্তি আলোচনার পর আন্দোলনের ব্যর্থতা বা ত্রুটি আলোচনা করা হল :

□ ১২.২.২.১.১. ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সাফল্য বা শক্তি (Achievement or Strength of the Indian Trade Union Movement) : ভারতের শিল্প উন্নয়নের ন্যায় শ্রমিক সংঘ আন্দোলনও সাম্প্রতিক কালের ঘটনা। ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের প্রথম যুগে বেশিরভাগ শ্রমিক সংঘই ছিল ধর্মঘট কমিটি। বিশেষ কোনো ধর্মঘটের সময়ই শ্রমিক সংঘগুলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যেত এবং ধর্মঘট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের অস্তিত্বের অবসান হত। কিন্তু বর্তমানে শ্রমিক সংঘগুলি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণতি হয়েছে। পূর্বে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলিকে ধর্মঘট কমিটি, এবং যাদের প্রধান কাজ মজুরি, বেতন বৃদ্ধি এবং বোনাসের দাবিতে ধর্মঘট করে বলে ব্যঙ্গ করা হত। বর্তমানে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি কিন্তু এই অভিযোগে অভিযুক্ত নয়। বর্তমানে ভারতের শ্রমিক সংঘ শুধুমাত্র মজুরি ও বেতন বৃদ্ধি এবং বোনাস বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করে না, জাতীয় স্বার্থে, সমাজ কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা এমনকি রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের দাবিতেও আন্দোলন করে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলির প্রকৃতিতে, কাজে ও উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে ভারতের শ্রমিক সংঘ এখন শ্রমিকের সংগ্রামের হাতিয়ার, অন্যায়, অবিচার ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির পথ। তাই ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমিকদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস, চেতনা ও রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতের শ্রমিক সংঘ, আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পে প্রচলিত মজুরির হার বৃদ্ধি করে শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে কাজের শর্তেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে শ্রমকল্যাণমূলক কাজ যেমন বিদ্যালয়, হাসপাতাল, আমোদপ্রমোদ কেন্দ্র ইত্যাদির দায়িত্বও গ্রহণ করেছে। এইগুলি ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের সফলতা বা শক্তি বৃদ্ধিই প্রমাণ করে। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন উল্লেখযোগ্য শক্তি অর্জন করেছে বলেই তারা মালিকপক্ষ ও সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। বিভিন্ন সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে আলাপ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নীতি নির্ধারণকারী সংস্থার অঙ্গ হিসাবে কাজ করেছে। শুধু দেশের অভ্যন্তরেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতের শ্রমিক সংঘ প্রগতিশীল শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে সরকারকে শ্রমিক কল্যাণ ও নিরাপত্তামূলক আইন প্রণয়নে এবং মালিক শ্রেণীকে তা মেনে চলতে বাধ্য করেছে।

ভারতের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে শ্রমিক সংঘ খুবই শক্তিশালী। যেমন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন, রেলওয়ে কর্মী ইউনিয়ন, ডাক ও তার কর্মচারী ইউনিয়ন প্রভৃতির ভূমিকা উল্লেখ করা যেতে পারে। সারা ভারত ব্যাপ্ত কর্মচারী ইউনিয়নও যথেষ্ট শক্তিশালী এবং ব্যাপ্ত কর্মচারীরাও তাদের সুসংহত আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি আদায় করতে পেরেছে।

সুতরাং বিভিন্ন দিক দিয়ে ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন, শ্রমিক সংঘের সাফল্য বা শক্তির পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। এই সমস্ত শক্তি বা সফলতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে দুর্বল।

□ ১২.২.১.২. ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতা বা দুর্বলতা (Failure or Weakness of the Indian Trade Union Movement) : ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের শক্তি বা সফলতা থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বহু দেশের তুলনায় ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলন প্রকৃত অর্থে দুর্বল। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের পথে নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় গুণগত দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমিক সংঘগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতা বা দুর্বলতা যে সকল কারণে দেখা দিয়েছে সেই কারণগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি হল অভ্যন্তরীণ কারণ এবং অপরটি হল বাহ্যিক কারণ। শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতা বা দুর্বলতার অভ্যন্তরীণ কারণগুলি হল :

(১) সদস্য সংখ্যা কম : ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার একটি প্রধান কারণ হল এর সদস্য সংখ্যা খুবই কম। দেশের অর্থনৈতিক অনুন্নতি সদস্য সংখ্যা কম হওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির আয়তন সাধারণভাবে ছোট হওয়ায় শ্রমিক সংঘগুলির আয়তন ছোট হয় এবং সদস্য সংখ্যাও কম হয়। এছাড়া কিছু শ্রমিক সংঘ নিজেদের প্রাধান্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে সদস্য সংখ্যা বেশি করে দেখায়। ফলে প্রকৃত সদস্য সংখ্যা যা দেখানো হয় তার তুলনায় কম থাকে। শুধু তাই নয় ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর একটি অংশ এখনো কোনো সংগঠিত শ্রমিক সংঘের সদস্য নয়।

(২) শ্রমিক সংঘগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র : ভারতের অধিকাংশ শ্রমিক সংঘ ক্ষুদ্র আয়তনের। ক্ষুদ্রায়তন হওয়ার ফলে সংঘের আর্থিক ক্ষমতাও দুর্বল। একই শিল্পপ্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিক সংঘ থাকার ফলে প্রতিটি সংঘেরই আয়তন ক্ষুদ্র হয়ে পড়ে। এছাড়া ভারতীয় শ্রমিকদের মজুরি এতই কম যে তারা বৎসরের বেশিরভাগ সময় ঋণভারে জর্জরিত থাকায় তারা শ্রমিক সংঘের চাঁদাও নিয়মিত দিতে পারে না এবং আর্থিক দুশ্চিন্তা খুব বেশি থাকায় শ্রমিক সংঘের কাজকর্মে অংশগ্রহণও করতে চায় না। ফলে ক্ষুদ্রায়তন শ্রমিক সংঘগুলি আর্থিক ও সাংগঠনিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে।

(৩) শ্রমিক শ্রেণীর গঠন প্রকৃতির দুর্বলতা : ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দুর্বলতা শ্রমিক শ্রেণীর গঠন প্রকৃতির মধ্যেই সুপ্ত অবস্থায় আছে। ভারতের শিল্পভিত্তিক স্থায়ী শ্রমিক শ্রেণী গড়ে না ওঠায় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংহতি বোধ অত্যন্ত কম। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় শ্রমিকদের একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ ছেড়ে অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকায় শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠতে পারে না।

(৪) কল্যাণমূলক কাজে অবহেলা : ভারতের শ্রমিক সংঘগুলির প্রধান কাজ হল অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করা। এই সমস্ত শ্রমিক সংঘ শ্রমিক কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে না বললেই চলে। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে আন্দোলন সম্পর্কে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে শ্রমিক সংঘগুলি বহুক্ষেত্রেই সক্ষম হয় না।

(৫) জীবন পদ্ধতিগত পার্থক্য : ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মগত, শিক্ষা, সংস্কৃতি এমন কি আচার আচরণেও বিরাট পার্থক্য বর্তমান। এই পার্থক্য দূর করা অনেক সময় শ্রমিকদের পক্ষে সম্ভব হয় না বলে ঐক্য ও সংহতি বোধ গড়ে ওঠে না। এটিও ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দুর্বলতার একটি বড় কারণ।

(৬) বহিরাগত নেতৃত্ব : ভারতের শ্রমিক সংঘগুলির যারা নেতৃত্ব দেয় তাদের অধিকাংশই বহিরাগত, শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নয়। ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে বহু ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পরিবর্তে বুদ্ধিজীবীরা নেতৃত্ব দিয়েছে। এই সকল নেতার মানবতাবোধ, উদারতা ও সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকের জীবনের মূল সমস্যা, শ্রমিকের চিন্তাভাবনা, শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি বিচার বিবেচনা করার মতো জ্ঞানের অভাব থাকায় ভারতের শ্রমিক আন্দোলন অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক পথে পরিচালিত হয়নি।

(৭) অজ্ঞতা ও কুসংস্কার : অধিকাংশ ভারতীয় শিল্পশ্রমিকদের মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অদৃষ্টের উপর অগাধ বিশ্বাস হেতু গণতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার উন্মেষ ঘটেনি। ফলে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের মধ্যে দলাদলি ও ব্যক্তিগত সুযোগসুবিধা বড় হয়ে দেখা দেয়। এই ধরনের মানসিকতা শ্রমিক সংঘের অগ্রগতি রোধ করছে।

(৮) রাজনৈতিক প্রভাব : ভারতে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের একটি করে শ্রমিক সংঘ থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবে সাম্প্রতিককালে ভারতের শ্রমিক সংঘগুলিতে রাজনীতির এমন অনুপ্রবেশ ঘটেছে যার ফলে শ্রমিক সংঘগুলির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা বিরোধ চরমে উঠেছে। তাই রাজনৈতিক দলের মদতে শ্রমিক সংঘগুলি শ্রমিক স্বার্থের পরিবর্তে বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত থাকে। এছাড়া কোনো একটি শ্রমিক সংঘ কতকগুলি দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করলে অপর একটি শ্রমিক সংঘ আন্দোলন ভেঙে দিতেও পিছপা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য শ্রমিকের ঐক্য নষ্ট করে এবং শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে দুর্বল করে তোলে।

ভারতের শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দুর্বলতার জন্য যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ কারণ উপরে আলোচনা করা হল সেগুলির জন্য দায়ী কিন্তু মূলত শ্রমিকশ্রেণী। এই অভ্যন্তরীণ কারণগুলি ছাড়াও ভারতের শ্রমিক আন্দোলনে বাইরে থেকে কিছু বাধা বিপত্তি এসেছে সেগুলি বাহ্যিক কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দুর্বলতা বা ব্যর্থতার বাহ্যিক কারণগুলি হল :

(১) মালিকশ্রেণীর বিরোধিতা : ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের দুর্বলতার অন্যতম বাহ্যিক কারণ হল মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিক সংঘকে স্বীকৃতি না দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মালিকশ্রেণী শ্রমিক সংঘের অস্তিত্বকে সুনজরে দেখে না এবং শ্রমিকদের দর কষাকষি করার ক্ষমতাকে গুরুত্ব দিতে রাজি থাকে না। এটিও ঠিক যে একই প্রতিষ্ঠানে একাধিক শ্রমিক সংঘ থাকায় কোন্ শ্রমিক সংঘকে মালিকপক্ষ স্বীকৃতি দেবে তা নিয়ে অনেক সময় সংকটে পড়ে। শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে শ্রমিকদের যে বিরাট ভূমিকা আছে মালিকশ্রেণী তা বিশ্বাস করে না। তাই যখনই কোনো শিল্পে শ্রমিক সংঘ গড়ে ওঠে মালিকপক্ষ বলপ্রয়োগ করে সেই শ্রমিক সংঘকে ধ্বংস করার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে শ্রমিক সংঘের সদস্যদের ভীতি প্রদর্শন, ছাঁটাই ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক পথ গ্রহণ করে। তাতেও ব্যর্থ হলে অনুগত ও দালাল লোকদের দিয়ে মালিকপক্ষ পাশ্ট শ্রমিক সংঘ গঠনেও পিছপা হয় না। এটি ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(২) সরকারি বিরোধিতা : সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বিরোধিতা করে বলে শ্রমিকশ্রেণী অভিযোগ করে। যেমন ভারতে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুরি হারের সম্পর্ক স্থাপন, বোনাসের সঙ্গে উৎপাদনশীলতার যুক্তিকরণ প্রভৃতি আইন প্রবর্তন করে সরকার শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের বিরোধিতা করছে বলে কোনো কোনো শ্রমিক সংঘ অভিযোগ করে। শ্রমিক সংঘগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সরকার অকারণে বিলম্ব করে বা বিভিন্ন অজুহাতে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে বলে অভিযোগ করা হয়। এছাড়াও অনেক সময় সরকার শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন না করে মালিকশ্রেণীর পক্ষ সমর্থন করে বলে অভিযোগ করা হয়। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির উদারীকরণের পর এই অভিযোগটি আরও তীব্র হয়েছে। বর্তমানে শ্রমবিরোধ আইনের সংশোধন ঘটিয়ে সরকার মালিকের পক্ষ অবলম্বনে আগ্রহী বলে শ্রমিক সংঘগুলি অভিযোগ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলা যায় ভারতের শ্রমিক সংঘগুলির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই আন্দোলনের প্রসারকে ব্যাহত করেছে।

১২.২.২.২ ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতা বা দুর্বলতা দূর করার উপায় (Measures to Remove the Failure or Weakness of the Indian Trade Union Movement) : ভারতের শিল্প উন্নয়নে শ্রমিকশ্রেণীর যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে সেটি সার্থকভাবে পালন করার জন্য প্রয়োজন হল ঐক্যবদ্ধ অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং ব্যাপক ও শক্তিশালী শ্রমিক সংঘ গড়ে তোলা। এই ধরনের শ্রমিক সংঘই হবে আগামী দিনে উন্নয়নশীল ভারতবর্ষের শিল্প উন্নয়নের দৃঢ় ভিত্তি। এর জন্য ভারতে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের ব্যর্থতা বা দুর্বলতাগুলি দূর করা প্রয়োজন। দুর্বলতাগুলির প্রতিকার হিসাবে কতকগুলি ব্যবস্থা সুপারিশ করা যায়। উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলি হল :

(১) সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি : শ্রমিক সংঘের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক যাতে শ্রমিক সংঘের সদস্য হয় সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া শ্রমিক সংঘের সদস্য সংখ্যা পরোক্ষভাবে বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(২) শ্রমিক সংঘগুলির আয়তন বৃদ্ধি : শ্রমিক সংঘগুলিকে বৃহদায়তনে সংগঠিত করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে একটিমাত্র ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক সংঘ স্থাপন করতে হবে। শ্রমিক সংঘগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিক সংঘের সদস্যদের নিয়মিত শ্রমিক সংঘকে চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে একটি মাত্র শ্রমিক সংঘ স্থাপন সম্ভব হলে বিভিন্ন শ্রমিক সংঘের মধ্যে অকাম্য বিদ্বেষও দূর করা সহজ হবে।

(৩) কাজের পরিধি বিস্তার : শ্রমিক সংঘ আন্দোলনকে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দাবিদাওয়া আদায়ে সীমাবদ্ধ না রেখে কাজের পরিধির বিস্তার ঘটাতে হবে। শ্রমিক সংঘগুলিকে শ্রমিক কল্যাণের নানা ধরনের কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।

(৪) শিক্ষার বিস্তার : শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সাধারণ শিক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে শ্রমিক সংঘ সম্পর্কে শ্রমিকদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে হবে। এই সমস্ত শিক্ষার ফলে শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত, জাতিগত, ধর্মগত এবং আচরণগত পার্থক্য সত্ত্বেও ঐক্য ও সংহতি বোধ গড়ে উঠবে, যেটি শ্রমিক সংঘের কার্যবলীরও উন্নতি ঘটাবে।

(৫) অভ্যন্তরীণ নেতৃত্ব : শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব শ্রমিকদেরই গ্রহণ করতে হবে এবং শ্রমিকদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি বাছাই করতে হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শ্রমিক সংঘগুলি পরিচালনা করে শ্রমিক সংঘগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত করতে হবে। এর জন্য শ্রমিক সংঘের পরিচালকদের শ্রমিক সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিমহাল হতে হবে। শ্রমিক সংঘ যারা পরিচালনা করে তাদের যেন শ্রমিক সংঘের সংবিধান এবং আইনগত অধিকার সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকে। শ্রমিক সংঘের পরিচালকদের ব্যক্তিত্ব, ধৈর্য, সাহস, সততা, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি গুণগুলিও থাকা প্রয়োজন।

(৬) সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : শ্রমিক সংঘগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে সরকারকে আরও উদার মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে এবং স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে অযথা বিলম্ব হ্রাস করতে হবে। এছাড়া শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের উপর সরকারি হস্তক্ষেপ শিথিল করাও প্রয়োজন।

(৭) মালিকপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন : শ্রমিক সংঘ সম্পর্কে মালিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন প্রয়োজন। মালিকদের উপলব্ধি করতে হবে সুস্থ শ্রমিক সংঘ আন্দোলনই শ্রমবিরোধ হ্রাস করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে ভারতে সুস্থ ও সবল শ্রমিক সংঘ গঠন করা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে সুস্থ ও সবল শ্রমিক সংঘ দেশের সম্পদ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি শ্রমিক সংঘের আচরণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। শ্রমিক সংঘগুলি মালিক ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে এক সেতুর কাজ করে। তাই সুস্থ শ্রমিক সংঘ গড়ে না উঠলে দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং অর্থব্যবস্থায় এক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

উপসংহারে বলা যায়, বর্তমান ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের অবস্থার কিছুটা অবশ্য উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন তাই তারা সংঘ গঠন করে নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য। শ্রমিক সংঘের কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিও সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে শ্রমিক সংঘের শক্তি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ থাকায় ভারতের শ্রমিক সংঘগুলি নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে শ্রমিক সংঘগুলি মদত

পাচ্ছে, এর প্রভাবে তারা সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে যে সমস্ত আইন সরকারকে দিয়ে পাস করিয়ে নিচ্ছে তাতেও শ্রমিক সংঘগুলি সুযোগ সুবিধা অর্জন করে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদারীকরণের যুগে ভারতীয় শ্রমিক সংঘের পক্ষে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে যে বিরোধ আছে সেই বিরোধকে একই সূত্রে বাঁধতে সক্ষম হচ্ছে না। তাই অতি সম্প্রতি ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে এবং আশঙ্কা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার।

✧ ১২.২.২.৩. ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা : ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকার ও